দৈনিক ইত্তেফাক

JAN. 07 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দাতাদের কাছে সংস্কারের জবাবদিহিতা ॥ সরকারের প্রস্তুতি

মাঈনুল আলম ॥ আগামী মার্চে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে দাতারা প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে সরকারের বক্তব্য জানতে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

দাতাদের কাছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চাইবে। এজন্যে সরকার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। নতুন সরকার প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে কিভাবে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে সে ব্যাপারে ইতিমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে যা উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোকে অবহিত করা হবে।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রণীত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জন প্রশাসন সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ইতিমধ্যে বর্তমান সরকার পর্যালোচনা শুরু করেছে। ঐ রিপোর্টে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্কার তথা জনবল সুষমকরণ, কার্যপদ্ধতি সহজীকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ করা হয়েছে। এই রিপোর্ট বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত সচিব কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কেবিনেট ডিভিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। কেবিনেট ডিভিশনে এ উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়ন কিংবা নতুন সরকার প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে কি কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে সে বিষয়ে এখনো নীতিনির্ধারক পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আগামী মার্চ মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য দাতাদের বৈঠকে সরকার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ও কর্মসূচী ঘোষণা করবে। সম্প্রতি প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত একটি সচিব কমিটির বৈঠকে সংস্কার বিষয়ে সরকারের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। বৈঠকে সংস্কার বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সুপারিশ পেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সুপারিশে দাতাদের বৈঠকের আগেই একটি মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটি গঠন করে বিগত সরকারের আমলে প্রণীত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনার দায়িত্ব দেয়ার কথা বলা হয়। কিংবা বিএনপি সরকারের আগের মেয়াদে (৯১-৯৬) গৃহীত কার্যক্রম তথা একাধিক রিপোর্ট আবার পরীক্ষা করার কথা বলা হয়। উল্লেখ্য, তখন তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী আল আহমেদের নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি সংস্কার বিষয়ে অনেক কাজ করেছিল। এছাড়া ইউএনডিপি ও বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট দিয়েছিল। কয়েকজন সচিব সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটিও রিপোর্ট পেশ করেছিল।